০২-০২-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- কোনো বস্তুর প্রতি আসক্তি রাখবেনা, দেহ সহ সব কিছুতে সম্পূর্ণ বেগর বা ভিক্ষুক হতে হবে, শিবপুরী ও কৃষ্ণপুরীকে স্মরণ করতে হবে"

প্রশ্নঃ- গরিব নিবাজ অর্থাৎ দীনের নাথ বাবা গরিব বাচ্চাদেরও কোন্ বিষয়ে নিজ সম বানান ?

উত্তর :- বাবা বলেন যেমন আমি হলাম উদার দয়াল হৃদয় , তোমাদের তুচ্ছ বস্তু নিয়ে বাদশাহী প্রদান করি , তেমনই যদিও তোমরা বাচ্চারা গরিব কিন্তু উদার হৃদয়বান হও। কম খরচে এই গডলি ইউনিভার্সিটি খোলো , এতে কোনো খরচ নেই । ৩-৪ জনও যদি এই ইউনিভার্সিটি থেকে ভালো ফল পেয়ে যায় তাহলে তো যিনি খুলেছেন তার অসীম ভাগ্য। শুধুমাত্র সুপুত্র হয়ে থাকতে হবে। কখনও কাম, ক্রোধের বশে বশীভূত হয়ে সদগুরুর নিন্দা করবে না ।

ওম শান্তি । বাপদাদা এবং মাম্মা। মাম্মারা দুই জন -- দাদী ও মাতা। ইনি হলেন তোমাদের বড় মা । কিন্তু বাচ্চাদের লালন পালনের জন্যে জগৎ অম্বা হলেন নিমিত্ত। শিববাবা হলেন বহুরূপী , অনেক রকমের খেলা করেন। অনুষ্ঠান পালন হয় না! যখন বিবাহের পূর্বে আশীর্বাদ হয় তখন অনুষ্ঠান পালন করা হয় এবং বিবাহের সময়ে পাত্র পাত্রী দুইজনই পুরানো বস্ত্র ধারণ করে, তেল লাগানো হয় । এইসব নিয়ম তো এখনকারই। তোমাদের বাবা বোঝান যে সম্পূর্ণ ভিক্ষুক হতে হবে। কিছুই থাকবেনা। তবে সর্ব প্রাপ্তি হবে। দেহ সহ কিছুই থাকবেনা। বুদ্ধি যোগ সদা শিব পুরী , বিষ্ণু পুরীর দিকে যুক্ত রাখতে হবে , অন্য কোনো বস্তুর প্রতি যেন আসক্তি না থাকে। পবিত্রও হতে হবে। দেখো মীরার কত গায়ন আছে! লোক লজ্জা হারিয়েছে। শুধুমাত্র পবিত্রতার কারণে কত নাম হয়েছে। তাঁর তো জ্ঞান অমৃতও পান করা হয়নি। শুধু কৃষ্ণের সঙ্গে প্রীতি ছিল। কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্যে বিষ ত্যাগ করেছিলেন। যেমন স্ত্রী , স্বামীর প্রতি সতী হয় । এখন এমন তো নয় মীরা স্মরণ করতে করতে কৃষ্ণপুরীতে গেছেন। সেই সময় কৃষ্ণপুরী ছিলনা। মীরা ৫-৭ শত বছর পূর্বে ছিলেন। খুব তীব্র ভক্তি করতেন , তাই কোনো ভালো ভক্তের বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেছেন হয়তো। ওনার নামের প্রচার অনেক।মীরা ভক্তি করতেন। তোমরা সবাই হলে জ্ঞান মীরা। তোমরা এসেছ সূর্যবংশী , চন্দ্রবংশী মহারানী হতে। যদিও প্রথমে অশিক্ষিতরা , শিক্ষিতদের সামনে বোঝা বয় , কিন্তু মহারানী তো হবেই তাইনা। যদি শৈশব ভুলে হাত ছেড়ে দাও তবে কখনই মহারানী হবেনা আর প্রজাতেও কম পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে।বৈকুন্ঠে আসবে কিন্তু কম পদ মর্যাদা পাবে। বাবা বুঝিয়েছেন -- ভক্তদের জিজ্ঞাসা করা উচিত তোমরা কি চাও ? কৃষ্ণের ভক্তি কেন কর ? নিশ্চয়ই কৃষ্ণের রাজধানীতে যেতে চাও। কিন্তু সেখানে যাবে কিভাবে ? অনেক মানুষ বলে আমাদের শান্তি চাই। কিন্তু অশান্তি তো সম্পূর্ণ দুনিয়ায় তাইনা । একজন শান্তি প্রাপ্ত করলে কি হবে আমরা তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে সদা সুখী করি। দেবতারা এই ভারতেই সদা সুখী ছিল। এখন সেই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এখানেতো রয়েছে মায়ার রাজত্ব , শান্তি প্রাপ্ত হবেনা। শান্তির জন্যে আলাদা স্থান আছে, সুখের জন্যে আলাদা ।সুখধামে সবাই সুখী হয়। কেউ একজনও দুঃখী হয়না এবং দুঃখধামে কেউ সুখী হয়না। যথা রাজা রানী তথা প্রজা সবাই দুঃখী। সুখধামে পশু পাখি রাও দুঃখ পায়না। শান্তির দুনিয়াটাই হয় আলাদা, যাকে নির্বাণ ধাম বলা হয়। বলে অমুকে নির্বাণ ধাম গেছে। কিন্তু কেউ যায়নি। যদি নিজেই চলে যায় তবে কি করে যাবে ? সবাই হল দুঃখী , কত যুদ্ধ অশান্তি আছে। তারা বলে আমাদের দেশ থেকে হিন্দুরা বেরিয়ে যাক, ওরা বলে অমুকেরা বেরিয়ে

যাক। একে অপরকে সহ্য করতে পারেনা। এবারে বাবাও দেখেন অনেক ধর্ম হয়ে হয়েছে তাই যুদ্ধ হয় , সেইজন্যে বাবা সব ধর্মকে বের করে দেন। বাবা বলেন যেসব ধর্মজনেরা রয়েছে , সবাইকে আমরা দেহের ধর্ম থেকে বের করে দেব। সত্যযুগে কেবল একটি দেবতা ধর্ম থাকে। এইসব জ্ঞান বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। হাতে চিত্র নিয়ে বানপ্রস্থিদের বোঝান উচিত। মন্দিরেও যাওয়া উচিত। তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত শংকরের সামনে শিবকে দেখানো হয় তাহলে শিব হলেন শংকরের চেয়ে সর্বোচ্চ , তাইনা। যদি শঙ্কর হলেন ভগবানের রূপ তবে ওনার সামনে শিবলিঙ্গ রাখার কি দরকার । সন্ন্যাসীরা নিজেদের ব্রহ্ম জ্ঞানী , তত্ব জ্ঞানী বলে পরিচয় দেয়। শিবের কথা তো তাদের জানা নেই। তত্ব হল নিবাস স্থান। তারা আবার ব্রহ্ম ও তত্ব কে এক ভাবেনা। আচ্ছা , তারা যদি ব্রহ্ম জ্ঞানী , তত্ব জ্ঞানী হয় তবে নিজেদের শিব কেন বলে? তারা তো ভাবে শিব এবং ব্রহ্ম দুইটি এক। এবারে ব্রহ্ম হল থাকার জায়গা। মানুষ তো খুব বিভ্রান্ত হয়েছে। বাচ্চারা তোমাদের এখন খুব বুদ্ধিমান হতে হবে। তোমরা সন্ন্যাসীদেরও বোঝাতে পারো। তাদের মধ্যে থেকেও সে বেরিয়ে আসবে যে আসলে দেবতা ধর্মের হবে, তারা চট করে জ্ঞান বুঝে নেবে। কেউ যদি ৩-৪ জন্ম ধরে কনভার্ট হয়ে থাকবে তবে সহজে নিজ ধর্ম থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেনা , নতুন তাজা গিয়ে থাকলেও ঝটপট বেরিয়ে আসবে। বাবার প্রতি টান থাকে তাইনা। বাবা হলেন চুম্বক। আত্মারা হল সূঁচ। এখন সব সূঁচের উপর কাট অর্থাৎ মরচে পড়েছে। মরচে ধরা সূঁচ উপরে যাবে কিভাবে। পাখাও ভেঙে গেছে। মরচে ধরা বস্তু কেরোসিন তেলে ডোবানো হয়। বাবাও এই জ্ঞান অমৃতে ডুবিয়ে সবার মরচে বের করে দিচ্ছেন। তারপর আমরা প্রকৃত স্বর্ণে সত্যিকারের সোনায় পরিণত হব। তোমরা এখন পাথরনাথ থেকে পারসনাথে পরিণত হও। ভারত পারস পুরী ছিল। এখন দেখো সোনার দাম কত বেড়েছে। সেখানে দাম কম থাকবে। সুতরাং যে ভারত এখন পাথর পুরী হয়েছে সেই আবার পারস পুরীতে পরিণত হবে। আমাদের বুদ্ধিতে এই চক্র চলায়মান থাকে। সারা দিন চক্র বুদ্ধি তে ঘুরবে তবেই চক্রবর্তী রাজা রানী হবে। দুনিয়ায় এইসব কথা কেউ জানেনা। তোমরা জানো সত্যযুগে যারা রাজত্ব করেছে , তাদের ৮৪ জন্ম হয়। ত্রেতা যুগী দের একটু কম হয়। কোথায় ৮৪ জন্ম , কোথায় ৮৪ লক্ষ বলা হয়েছে । তবে তো কল্পের আয়ুও অনেক হওয়া উচিত , যে এত জন্ম হবে। এইসব হল গপ্পো। সবসময় প্রথমে চিত্র সামনে রাখা উচিত। টাকা পয়সা তোমরা কখনও চাইবেনা। তোমাদের কাজ হল তাদের দেওয়া। তারা কিছু দিতে চাইলে নিজের থেকে দেবে। কেউ দাম জিজ্ঞাসা করলে বল বাবা হলেন গরিব নিবাজ। গরীবদের জন্যে ফ্রী বিতরণ হচ্ছে। তবে ধনী ব্যক্তিরা যত দেবে তত বেশি প্রিন্ট করা হবে। টাকা পয়সা আমরা নিজের কাজে লাগাইনা। যা প্রাপ্ত হয় জনতার সেবায় লাগানো হয়। ধনী জন-ই ধর্মশালা ইত্যাদি নির্মাণ করে। এখানে গরিব ব্যক্তি সেন্টার খুলতে পারে , এতে কোনো খরচা নেই। কেউ যদি বলে সেন্টার খুলব বা গডলি ইউনিভার্সিটি খুলব । এমন গডলি ইউনিভার্সিটি থেকে যদি ৩-৪ জনও ভালো ফল প্রাপ্ত করে তাহলে অসীম সৌভাগ্য , তাদের যারা খুলেছেন। এই বিষয়ে উদার হৃদয়বান হতে হবে। বাবার কত উদার হৃদয় দয়াল হৃদয়। তুচ্ছ বস্তু নিয়ে বাদশাহী দিচ্ছেন। সুপুত্র বাচ্চারাই বাবার সার্ভিস করতে পারে। কুপুত্র কি করবে। কুপুত্রকে বাবা বর্সা দেবেন না। তোমাদের সদগুরুকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। কাম অথবা ক্রোধের বশে বশীভূত হলে বলা হবে সদগুরুর নিন্দা করা হয়েছে , তাগোলে পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবেনা। খুব সামলে চলতে হবে। বাবা বলেন বিষ রূপী বর্সা তো পিতা ও স্বামীর থেকে প্রাপ্ত করেছ। এখন পারলৌকিক পিতা ও স্বামী অমৃতের বর্সা তোমাদের দিচ্ছেন।

তোমরা সকল ধর্মের লোকেদের রচয়িতা ও রচনার নলেজ বলতে পারো। তিনি (রচয়িতা) তো থাকেন শান্তিধামে। ওঁনাকে স্মরণ করলে তোমরা শান্তির বর্সা প্রাপ্ত কর। বর্সা প্রাপ্তির সঙ্গে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে এবং তোমরা ওঁনার কাছে পৌঁছে যাবে। এই জ্ঞান হল সব ধর্মের লোকজনদের জন্যে । এই কথাটি একেবারে নতুন। শাস্ত্র হল ভক্তিমার্গের। পদে পদে ধাক্কা, ব্রাহ্মণ ভোজন , তীর্থ যাত্রা। এখানে তো একটি জ্ঞানের দ্বারাই ভবসাগর পার হয়ে যায় অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। তাহলে মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা স্বর্গে যাচ্ছ। যারা বিষ পান করছে তারা অবশ্যই বিঘ্ন আনবে কারণ সম্পূর্ণ দুনিয়া হল প্রতারণা পূর্ণ । দেখ ভারতে পবিত্রতা নেই তাই ধাক্কা খায়। হাঙ্গামা করে , ধর্মঘট করে। গভর্নমেন্টকে বিরক্ত করে দেয়। গভর্নমেন্ট ক্লিয়ার বলে দেয় এত খরচ অর্থে ধন একত্র হবে কিভাবে ? তখন তারা বলে তোমরা মজা করে ধন নষ্ট কর। ধন একত্র কর , আমাদের দোষটা কি ? আমাদের বেতন চাই। ধর্মঘট করে কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়। এইসব হবেই। কোথাও সবজি পাওয়া যাবে না কোথাও দুধ , সব জায়গায় খিটপিট হবে। এইসব হাঙ্গামা হয়েই শান্তি হবে। বিনাশের এবং তারপরে বিষ্ণুপুরীর সাক্ষাৎকার তো অর্জুনকেও করানো হয়েছিল তাইনা। তোমাদেরও এখন সাক্ষাৎকার হচ্ছে। দেখ কোথাও বৃষ্টি না হলে তখন যজ্ঞ করা হয়। কোথাও অনেক অশান্তি হলে শান্তির জন্য যজ্ঞ করা হয়। কিন্তু শান্তিপূর্ণ তো একমাত্র ভগবান। তিনি যখন আসবেন তখন শান্তি দান করবেন। দাতা হলেন তিনি একজন। দেখ তোমরা হলে কত প্রিয় সন্তান। অনেক জন্মের পরে শেষ সময়ে মিলিত হয়েছ। তাই এখন পূর্ণ সৌভাগ্য নাও। বাচ্চাদের মিষ্টি বাচ্চা বলা হয় , মিষ্টি খাওয়ানো হয়। সেসব হল দৈহিক মিষ্টি, এই হল রুহানী মিষ্টি, যা রুহানী বাবা খাওয়ান। দেহী অভিমানী হয়ে থাকা , খুব কঠিন লক্ষ্য। এতেই পরিশ্রম লাগে। বাবা বলেন ৮ ঘন্টা দেহি অভিমানী হয়ে থাকো তারপর না হয় শরীর নির্বাহের জন্যে কর্ম কর। রাত্রে জাগো তাহলে খুব ভালো ভাবে যোগ লাগবে। এইসব তো উপার্জন কিনা। হে নিদ্রাকে পরাজিতকারী বাচ্চারা , আমি পিতা আমায় শ্বাসে প্রশ্বাসে স্মরণ কর। বিচার সাগর মন্থন কর। রাত দিন যত যোগে থাকবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে আর যত জ্ঞানের স্মরণ করবে তত উপার্জন হবে। যদিও সার্ভিস তো অনেক আছে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে বাবা বলবেন বসে থাকো , আরাম কর , এতে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। বাবা লোক লজ্জার কোনো খেয়াল করেছেন কি ? আরে বাদশাহী প্রাপ্ত করতে এইসব কে ঠোকর মারো। তবে হ্যাঁ, প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট রয়েছে। প্রত্যেকের কর্ম বন্ধন আলাদা আলাদা আছে। ধন আছে তো অলৌকিক সার্ভিসে সেই ধন সফল কর। বাচ্চারা এই কথা তো বুঝতে পারো যে এই জ্ঞানের মার্গে বিঘ্ন নিশ্চয়ই আসবে কারণ পবিত্রতার প্রশ্ন রয়েছে। যে জন ধর্ম স্থাপন করতে আসে তাদের পবিত্রে পরিণত করতে হয়। এই সময় তো সব মানুষ-ই অপবিত্র। বিঘ্ন রচনা করবে অনেক , মিথ্যা কলঙ্ক দেবে। এইসব কথায় ভয় পাবেনা।যা কিছু হয়ে যাক ভয় পাবেনা। ৫ হাজার বছর পূর্বেও এই কলঙ্ক লেগেছিল। এখনও লাগবে। মিথ্যা অবাস্তব কথাও বলবে। কেউ ঠিক মত রেস্পন্ড না পেলেও হাঙ্গামা করবে। ধীরে ধীরে সন্ন্যাসী উদাসী ইত্যাদি সব ধর্মের লোকজন আসবে। সবাইকে বাবার নলেজ নিতেই হবে। এইসব চিত্র গুলি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। কখনও ক্রোধের বশে বাদ বিবাদ করবেনা। যদিও কেউ নিন্দা করে তবুও ক্রোধ অনুভব করবেনা। বাচ্চাদের রিফ্রেশ হয়ে সার্ভিস করতে হবে। দিন প্রতিদিন নিয়ম কায়দা সব ঠিক হতে থাকবে। দুনিয়ার নিয়ম কায়দা তো খারাপ হতে থাকবে কারণ সেসব তো তম প্রধান হবে। আমরা তো সত প্রধান হই। আচ্ছা।

তোমরা বাচ্চারা হলে রাজঋষি। তোমরা বলবে আমরা এখন তপস্যা করছি -- বাণপ্রস্থে যাওয়ার জন্যে। এমন উত্তর দেওয়ার মতন বুদ্ধি কোনো মানুষের নেই। তারা তো বাণপ্রস্থ কথার অর্থ জানে না । তোমরা বলবে আমরা হলাম রাজ যোগী। জীবন মুক্তির জন্যে তপস্যা করছি। শেখাচ্ছেন পারলৌকিক পরম পিতা পরমাত্মা, জ্ঞানের সাগর। এমন এমন কথা মাতা গণ যদি বসে বোঝায় তবে তো আশ্চর্যে পড়ে যাবে। বলো, আমাদের পারলৌকিক পরম পিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। ভবিষ্যতে উঁচু পদ মর্যাদা প্রদান করার জন্যে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কেউ নিন্দা করলেও আমাদের যেন ক্রোধ অনুভব না হয়। কারো সঙ্গে বাদ বিবাদ করবেনা। রিফ্রেশ হয়ে সার্ভিস করতে হবে।

২) নিদ্রাকে পরাজিত করতে হবে। রাত্রে জেগে বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং জ্ঞানের স্মরণ করতে হবে। দেহী-অভিমানী হওয়ার প্র্যাক্টিস করতে হবে।

বরদান :- শান্তির অবতার রূপে বিশ্বে শান্তির কিরণ বিচ্ছুরণকারী শান্তি দেব হও।

ব্যাখা: যেমন ছোট্ট জোনাকি দূর থেকেই নিজের আলো অনুভব করিয়ে দেয়। তেমনই বিশ্বের আত্মাদের অথবা সম্বন্ধ-সম্পর্কে যত আত্মারা আসে তারা যেন অনুভব করে যে শান্তির কিরণ এই বিশেষ আত্মাদের থেকেই প্রাপ্ত হচ্ছে। বুদ্ধি দ্বারা যে অনুভব করে যে শান্তির অবতার শান্তি প্রদান করতে এসেছে। চারিদিকের অশান্ত আত্মারা যেন শান্তির কিরণের আধারে শান্তি কুণ্ডের দিকে এগিয়ে আসে। এখন এই শান্তির শক্তির প্রয়োগ করো।

স্লোগান - যাদের নিজের প্রতি বিশেষ ব্যক্তিগত অ্যাটেনশন আছে তারা অন্তর্মুখী হয়ে তারপর বাহ্যমুখে আসে ।